সমকাল

তারিখ ... 01 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ...

বাংলা আমার অহঙ্কার

বাংলা এখন ৩০ কোটি মানুষের ভাষা

■ শেখ রোকন

বাংলা এখন বিশ্বের কমবেশি ৩০ কোটি মানুষের মুখের ভাষা। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, মেঘালয়, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, দিল্লিসহ বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী। দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান ও নেপালেও রয়েছে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বাংলাভাষী। শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ভুটান, মিয়ানমার, আফগানিস্তানেও কর্মসংস্থান ও অভিবাসনসূত্রে ছড়িয়ে পড়েছে বাঙালিরা; সেই সঙ্গে 'আ-মরি বাংলা ভাষা'। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকার সন্তানরা এক সময় ঘরকুনো বলে পরিচিত থাকলেও এবং কালাপাহাড় ও কালাপানি পার না হওয়ার সংস্কারে আবদ্ধ থাকলেও এখন তারা সুদূরের পিয়াসী। হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগরের সীমানা ছাড়িয়ে তারা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। দূরপ্রাচ্য থেকে মধ্যপ্রাচ্য হয়ে তারা পাড়ি জমিয়েছে ইউরোপ-আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকায়।

উনিশ শতকের শেষ দশকেও বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কত ছিল, তার ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

বাংলা এখন ৩০ কোটি মানুষের ভাষা

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় ওই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'চৈতালি' (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থের 'বঙ্গমাতা' কবিতায়। তিনি লিখেছেন- 'সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী ...'। গত একশ' বছরে এই সংখ্যা কয়েক গুণ বেড়েছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে এই সংখ্যা এখন অন্তত ২৫ কোটি। ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, ছত্তিশগড়, আন্দামানে কমবেশি আরও দুই কোটি বাঙালির বাস। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ; জাপান, মালয়েশিয়াসহ দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপ; যুক্তরাষ্ট্রসহ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৈধ-অবৈধ অভিবাসী বাঙালি বংশোদ্ভূত প্রজন্ম মিলে বাংলাদেশি ও ভারতীয় বাঙালির সংখ্যা তিন কোটির কম হবে না বলে উইকিপিডিয়াসহ বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যাচ্ছে।

ফোটিয়াস ডটকম নামে একটি তথ্যকেন্দ্রের হিসাবে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ভাষা হিসেবে ব্যবহারকারী জনসংখ্যা বিবেচনায় বাংলা এখন বিশ্বের পঞ্চম ভাষা। এর আগের চারটি ভাষা যথাক্রমে চীনা বা মান্দারিন, ইংরেজি, স্প্যানিশ ও আরবি। বাংলার পরে যেসব প্রধান ভাষা রয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- হিন্দি, রুশ, পর্তুগিজ, জাপানি, জার্মান, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার জাভানিজ, কোরিয়ান, ফরাসি ও তুর্কি। অবশ্য উইকিপিডিয়ার হিসাবে বাংলা ভাষার স্থান সপ্তম। সেক্ষেত্রে ভারতের ১০০ কোটির বেশি মানুষের হিন্দি জানা ও বোঝাকে এবং লাতিন আমেরিকার প্রায় সব দেশে ব্যাপক প্রচলিত পর্তুগিজ ভাষাকে বিবেচনায় নিয়ে এ দুটি ভাষাকে বাংলার আগে স্থান দিয়েছে বিশ্বকোষটি। উইকিপিডিয়ার হিসাবে বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২০ কোটি ৬০ লাখ। কিন্তু তারাই আবার বাংলাভাষী মোট জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দেখাচ্ছে ২৫ কোটি।

'বাঙালি ডায়াসপোরা' বা বাঙালি জনগোষ্ঠীর স্বীকৃত সংখ্যা এখনও অনির্ধারিত। বাংলাভাষী তথা বাঙালি জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রস্থলে পরিণত হওয়া বাংলাদেশে এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগও নেই। হাজার বছরের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এবং ধর্ম, নৃতত্ত্ব ও নাগরিকত্ব নির্বিশেষে বিস্তৃত এই জনগোষ্ঠীর ভাষাভিত্তিক যোগসূত্র কাজে লাগিয়ে বিশ্বে জাতিগত প্রভাব বিনির্মাণ সম্ভব হতে পারে। এই প্রভাবের বাণিজ্যিক, কূটনৈতিক এমনকি রাজনৈতিক সুবিধাও পেতে পারে বাংলাদেশ। কিন্তু বিস্তৃত এই জনগোষ্ঠীকে অভিন্ন ভাষাভিত্তিক ছাতার নিচে চিহ্নিত করার উদ্যোগ চোখে পড়ে না।

সংখ্যা ও অবস্থান যা-ই হোক, বাংলা বিশ্বের দ্রুত সম্প্রসারমাণ ভাষাগুলোর একটি- এ কথা সবাই স্বীকার করছেন। মূলত বাঙালির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এ ক্ষেত্রে অবদান রাখছে। কর্মসংস্থান ও শিক্ষার প্রয়োজনে যে বিপুলসংখ্যক তরুণ-তরুণী প্রায় প্রতিদিন দেশ ছাড়ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মিশ্র সংস্কৃতিতে বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করছে, তারাও বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিস্তৃতিতে ভূমিকা রাখছে।

বিশ্বের অনেক প্রান্তে দ্বিতীয় প্রজন্মের বাঙালি জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলা শেখা ও চর্চার পর্যাপ্ত সুযোগ নেই। বাংলা ভাষার প্রতি প্রথম প্রজন্মের আবেগ ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও কেবল প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাবে অনেক শিশু তার মাতা-পিতার মূল ভাষা শিক্ষা ও চর্চা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যে ভাষার জন্য একটি প্রজন্ম বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল, যে ভাষার জন্য ভাবাবেগ বুকে ধারণ করে একটি প্রজন্ম দুর্গম গিরি, কান্তার মরু পাড়ি দিয়েছে, সেই ভাষার গুণগত সম্প্রসারণে সংঘবদ্ধ উদ্যোগ নেই। এসব কারণেও বাংলা ভাষার মানচিত্র কোথাও কোথাও ফিকে হয়ে যাচ্ছে এবং মোট হিসাবের আওতায় আসছে না।